দৈনিক ইনকিলাব

10

তারিখ ...১৭ JUN 1997...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৫...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া রাজনৈতিক আচরণবিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার (১০ জুন) ঃ বিবদমান সংগঠনসমূহের মধ্যকার সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে কর্তৃপক্ষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এক রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। ছাত্র শিবিরের সাথে পৃথক ও অন্যান্য রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নবনিযুক্ত প্রক্টর ডঃ আব্দুল করিম খানের সভাপতিত্বে প্রক্টরিয়াল বডির বৈঠকে এই আচরণবিধি অনুমোদন করা হয় বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কয়েক দফা রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও আরোপিত রাজনৈতিক নীতিমালার মেয়াদ শেষে সর্বশেষ গত ২ জুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ছাত্র সংগঠনসমূহ অবাধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পায় এবং পূর্ববর্তী সংঘটিত সহিংস ঘটনার রেশ ধরে পুনরায় সংঘর্ষের আশংকা দেখা দেয়। ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দু'টি বিবদমান সংগঠন স্ব-স্ব শক্তি বৃদ্ধি করতে

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তৎপর হয় বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়। ফলে একাডেমিক স্থবিরতা বৃদ্ধির আশঙ্কা নবতর রূপ লাভ করে। বলা বাহুল্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে বর্তমানে দুই থেকে তিন বছরের সেশন জট মারাত্মক শিক্ষা সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। দফায় দফায় সংঘটিত সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে অনির্ধারিত ছুটির কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে এ অচলাবস্থা দেখা দেয়। বর্তমানে সকল বিভাগের ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় ছাত্র সংগঠনসমূহের অবাধ রাজনৈতিক কর্মকান্ড নতুন সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটাতে পারে- এ আশংকায় কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্র সংগঠনসমূহের উপর রাজনৈতিক আচরণ-বিধি প্রণয়ন করেন এবং এ আচরণ-বিধি লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত সংগঠন ও ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় হল কর্তৃপক্ষ হলে বহিরাগত ও অনাবাসিক ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। বহিরাগত ও অনাবাসিক ছাত্রদের হলে অবস্থানের অভিযোগে অভিযুক্ত আবাসিক ছাত্র ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে হলে প্রবেশের জন্য অনাবাসিক ও বহিরাগতদের ব্যাপারে একশ' টাকা জরিমানাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে। গ্রীষ্মকালীন অবকাশ-পূর্ব হল সংশ্লিষ্ট বহিরাগত ও অনাবাসিক ছাত্রদের হাতে দু'জন আবাসিক ছাত্র আহত হবার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলসমূহে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগের প্রেক্ষিতে হল কর্তৃপক্ষ এ কড়াকড়ি আরোপ করেন।